সৌদী আরবের চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ পালন করার কথা শরিয়তে নেই

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ জলিল

এবার পবিত্র রমযান শুরু হয়েছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে। স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখেই সে দেশের লোকেরা রোযাও ঈদ পালন করে আসছে বিগত ১৪শ বৎসর। কিন্তু ইদানিং এদেশের কিছু লোক সৌদী আরবের চাঁদের হিসাবে রোযাও ঈদ পালনের প্রচারনা চালাচ্ছে। এটা ওহাবী রাষ্ট্র- সৌদী আরবের পক্ষে একপ্রকার ওকালতী বটে। আমরা ও সৌদী আরব কি একই সময় সেহেরী ও ইফতার করি? যদি অন্য দেশের চাঁদ অনুসরণ করতে হয়- তাহলে সৌদী আরব কেন? তার পশ্চিমে রয়েছে মিশর, লিবিয়া ও মরক্কো। তারাই প্রথমে চাঁদ দেখে। তাদের অনুসরন করার কথা এরা বলেনা কেন? ২৪শে সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের মিশর, জর্দান ও সিরিয়া সৌদী আরবকে অনুসরন না করে এবার রবিবার থেকে রোযা পালন করেছে। কেননা, সে দেশগুলোতে শুক্রবারে চাঁদ দেখা যায়নি। পাকিস্তান ভারতেও রোযা শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে- প্রত্যেক দেশে স্থানীয় চাঁদ দেখে রোযাও ঈদ পালন করাই ইসলামের ঐতিহ্য। কেন্দ্রীয়ভাবে একদিনে ঈদ পালন করার বিধান নিষ্ক্রিয় বা মাতরুকুল আমলে পরিণত হয়েছে। মোহাক্কেকীন উলামাদের মতে স্থানীয় চাঁদের উপর নির্ভর করেই রোযা এবং ঈদ পালন করা বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত।

একবার শর্ষিনার খোতানী হুযুরকে হোটেল পূর্বানীতে ঢাকার জনৈক আলেম জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, জাহিরুর রেওয়ায়াত মোতাবেক একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করার বিধান রয়েছে। এটা বাস্তবায়ন করা দরকার। খোস্তানী হুযুর জবাবে বললেন "মাওলানা! আপনি কি ফতোয়ার এই বিধানটি পড়েন নি যে, **"কোন মুজতাহিদ কোন বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে যদি নিজে তা আমল করতে না পারেন, তাহলে সেই ফতোয়া মাতরুকুল আমল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়? সুতরাং জাহিরুর রেওয়ায়াতের ফতোয়াও বর্তমানে নিষ্ক্রিয় বলে গন্য"**। একথা শুনে উক্ত মাওলানা সাহেব চুপ হয়ে যান। আমিও ঐসময় উপস্থিত ছিলাম।

বোখারী শরীফে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা মতে ঐসময় মদিনা ও সিরিয়াতে দুদিন রোযা ও ঈদ হয়েছিল স্থানীয় ভাবে চাঁদ দেখে। ঐ যুগে যদি দুদিনে হতে পারে, তাহলে বর্তমানে পারবেনা কেন? অসুবিধা কোথায়? বিভিন্ন দিনে রোযা ও ঈদ পালম করা হয় হযরত আব্বাসের বর্ননার উপর ভিত্তি করে। তদুপরি সৌদী আরব ভিত্তিক "ওআইসি কর্তৃক প্রদত্ত "একদিনে রোযাও ঈদ পালনের ফতোয়া" অন্যান্য আরব দেশগুলোই যেখানে মানছেনা, আমাদের দেশে মানার জন্য এত উঠে পড়ে লাগার কারন কী? এব্যপারে বিতর্ক নিরসনের ব্যাপারে ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ- নতুবা ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে এই বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং বড় বিভেদ দেখা দিবে। সৌদী আরবকে অনুসরন করা হলে বাংলাদেশীদের ভাগ্যে আর কোনদিনই নূতন চাঁদ দেখার সৌভাগ্য হবে না এবং বাংলাদেশের চাঁদের ক্যালেন্ডারও আর থাকবেনা। ফলে মানুষ একদিন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে এবং শরিয়ত পরিবর্তনের অপবাদ তুলবে। তাছাড়া ১২ মাসের চাঁদের হিসাব করে মানুষ বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বানিজ্য, বৈবাহিক জীবনসহ কিছু আমল করে থাকে। তখন ঐ সব কাজ এবং ইবাদতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তাই স্থানীয় চাঁদে রোযা ও ঈদ পালন করাই নিরাপদ।